

বঙ্কিমচন্দ্র : তথ্যের আলোকে

১) বঙ্কিমচন্দ্র কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?

১২৪৫ বঙ্গাব্দের ১৩ আষাঢ়।

২) বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা প্রথম উপন্যাসের নাম কী?

রাজমোহনস ওয়াইফ।

৩) এটি কোন ধরনের কাহিনি?

মূলত ক্রাইমকাহিনি।

৪) এই উপন্যাসের বাংলা রূপান্তরটির নাম কী

‘বারি-বাহিনী’।

৫) ‘বারি-বাহিনী’কে রূপান্তর করেন?

বঙ্কিমচন্দ্রের ভাইপো শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৬) বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক একজন নাট্যকারের নাম লেখো

দীনবন্ধু মিত্র।

৭) দীনবন্ধু মিত্র কোন সালে জন্মগ্রহণ করেন?

দীনবন্ধু মিত্র দেয় তথ্য আনুযায়ী চৈত্র, ১২৩৮। দীনবন্ধু-পুত্র ললিতচন্দ্র মিত্রের মতে চৈত্র, ১২৩৬।

৮) বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা প্রথম কবিতাটির নাম কী?

‘পদ্য’। প্রকাশকাল ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫২।

৯) ‘পদ্য’ কবিতাটি প্রথম কোথায় প্রকাশিত হয়?

ঈশ্বরগুপ্ত সম্পাদিত ‘সংবাদ প্রভাকর’ পত্রিকায়।

১০) তাঁর দ্বিতীয় কবিতাটির নাম কী?

‘বিরলে বাস’।

১১) এটি কবে কোথায় প্রকাশিত হয়?

‘সমাচার দর্পণ’ পত্রিকায় ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৫২।

১২) বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের নাম কী?

‘ললিতা। পুরাকালিক গল্প। তথা মানস’(১৮৫৬)।

১৩) দীনবন্ধু মিত্র কোন নাটকটি বঙ্কিমচন্দ্রকে উৎসর্গ করেন?

‘নবীন তপস্বিনী’ নাটকটি।

১৪) ‘মৃগালিনী’ উপন্যাসটি বঙ্কিমচন্দ্র কাকে উৎসর্গ করেন?

দীনবন্ধু মিত্রকে।

১৫) ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসের উৎসর্গপত্রে কার নাম উল্লেখিত হয়েছে?

১৬) দীনবন্ধু মিত্রের একটিমাত্র কবিতা ‘বঙ্গদর্শনে’ প্রকাশিত হয়। সেটি কোনটি?

‘প্রভাত’।

১৭) দীনবন্ধু মিত্রের যমালয়ে জীবন্ত মানুষ’ লেখাটি কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?

‘বঙ্গদর্শনে’। ১৮৭২এর অক্টোবরে, সপ্তম সংখ্যায়।

১৮) এটিকে কী নামে অভিহিত করা হয়েছিল?

উপন্যাসরূপে।

১৯) ‘রায় দীনবন্ধু বাহাদুরের জীবনী’কে রচনা করেন?

২০) ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকা কোন সালে প্রথম প্রকাশিত হয়?

১লা বৈশাখ ১২৭৯ বঙ্গাব্দে।

২১) ‘বিষবৃক্ষ’ উপন্যাসটি কোন পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়?

‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকায়।

২২) ‘দুর্গেশনন্দিনী’ উপন্যাসে কোন পাশ্চাত্য উপন্যাসিকের উপন্যাসের ছায়া আছে?

ওয়াল্টার স্কটের ‘আইভানহো’ উপন্যাসের।

২৩) ‘দুর্গেশনন্দিনী দুর্গতি’র লেখক কে?

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

২৪) ‘দুর্গেশনন্দিনী’ উপন্যাসে কোন সময়ের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে?

১৯৭ বঙ্গাব্দের।

২৫) এটি কোন ধরনের উপন্যাস?

রোমান্সধর্মী।

২৬) ‘গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তক’ গ্রন্থটি কার লেখা?

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের।

২৭) এই গ্রন্থে প্রকাশিত কয়েকটি কবিতার নাম লেখো।

‘ললিতা’, ‘মানস’, ‘মেঘ’, ‘বৃষ্টি’, ‘খদ্যোত’, ‘সংযুক্তা’, ‘আকাজ্জা’, ‘অধঃপতন সংগীত’, ‘সাবিত্রী’, ‘আদর’, ‘বায়ু’।

২৮) এই গ্রন্থে তিনটি গদ্য কবিতা সংকলিত হয়েছে। সেগুলি কী কী।

‘মেঘ’, ‘বৃষ্টি’, ‘খদ্যোত’।

২৯) ঠাকুর পরমহংসদেবের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের সাক্ষাৎকার প্রথম কবে ঘটেছিল?

১৮৮৪-র ৬ ডিসেম্বর।

৩০) রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের কোন গ্রন্থকে ‘মহাগ্রন্থ’ বলেছেন?

‘কৃষ্ণচরিত্রকে’।

৩১) মহেন্দ্রনাথ গুপ্তকে দিয়ে পরমহংসদেব বঙ্কিমচন্দ্রের কোন উপন্যাস পাঠ করান এবং শ্রবণ করেন?

‘দেবী চৌধুরাণী’ উপন্যাস।

৩২) ‘কপালকুণ্ডলা’ উপন্যাসের প্রতিটি পরিচ্ছেদে যেসব মনীষীদের উদ্ধৃতি ব্যবহৃত হয়েছে তাদের নাম লেখো।

শেখস্পীয়ার, বায়রন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কিটস, মেকলে, শ্রীহর্ষ, কালিদাস, বিদ্যাপতি, মধুসূদন, দীনবন্ধু।

৩৩) ‘হিন্দির বঙ্কিমচন্দ্র’ কোন সাহিত্যিককে বলা হয়?

মুন্সি প্রেমচন্দকে।

৩৪) ‘অসমের বঙ্কিমচন্দ্র’ কোন সাহিত্যিককে বলা হয়?

রজনীকান্ত বরদলৈকে।

৩৫) রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম কবে সাক্ষাৎ হয়?

১৮৭৬ সালের ৩১ জানুয়ারি।

৩৬) বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির নাম লেখো।

‘বিষবৃক্ষ’, ‘ইন্দির’, ‘যুগলাঙ্গুরীয়’, ‘চন্দ্রশেখর’, ‘রজনী’, ‘রাধারাণী’, ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’, ‘আনন্দমঠ’।

৩৭) ১২৯১ মাঘ সংখ্যার ‘প্রচার’ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের একমাত্র কোন কবিতা প্রকাশিত হয়? ‘মথুরায়’ কবিতা।

৩৮) ‘আনন্দমঠ’ প্রকাশিত হবার পর রবীন্দ্রনাথ কোন গানটি বঙ্কিমচন্দ্রকে গেয়ে শোনান? ‘বন্দেমাতরম’ গানটি।

৩৯) বঙ্কিমচন্দ্র ঠাকুরবাড়ির পত্রিকা ‘ভারতীতে’ কী লেখেন?

‘দ্রৌপদী’ নামক প্রবন্ধের দ্বিতীয় প্রস্তাব।

৪০) বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত একমাত্র খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস কোনটি?

‘রাজসিংহ’।

৪১) ‘দুর্গেশনন্দিনীর’ অনুসরণে দামোদর মুখোপাধ্যায় কোন উপন্যাস লেখেন?

‘নবাবনন্দিনী’(১৯০১)।

৪২) বঙ্কিমচন্দ্রের ‘কপালকুণ্ডলার’ উপসংহার স্বরূপ দামোদর মুখোপাধ্যায় কোন উপন্যাস লেখেন?

‘মৃন্ময়ী’(১৮৭৪)।

৪৩) বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত ‘সাম্য’ প্রবন্ধে পাশ্চাত্যের কোন দার্শনিককে ‘সাম্যাবতার’ বলে উল্লেখ করেছেন? রুশোকে।

৪৪) ‘আনন্দমঠের’ পটভূমি কোন সময়ের?

১১৭৬ বঙ্গাব্দ বা ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের।

৪৫) বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত একটি বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধগ্রন্থের নাম লেখো।

‘বিজ্ঞান রহস্য’(১৮৮৫)।

৪৬) বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত কয়েকটি প্রবন্ধের নাম লেখো।

‘আশ্চর্য্য সৌরৎপাত’, ‘আকাশে কত তারা আছে’, ‘চঞ্চল জগৎ’, ‘গগন পর্যটন’, ‘পরিমাপ রহস্য’, ‘জৈবনিক’ প্রভৃতি।

তথ্য সংকলক : ড: মৃগাল কান্তি দাস, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ইসলামপুর কলেজ।